কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরএসসি'র প্রতিক্রিয়া

কোভিড-১৯ মহামারী সমগ্র বিশ্বে এবং দেশের অভ্যন্তরেও তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতে নজিরহীন প্রভাব ফেলেছে। কোভিড-১৯ সংকট দ্বিতীয় ঢেউয়ের মাধ্যমে ক্রমশ বেড়েই চলছে, আরএসসি তার স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে ভাল ফলাফল পেতে কাজ করে চলেছে। কোভিড-১৯ ঝুঁকিমুক্ত একটি কর্মক্ষেত্র বজায় রেখে যথাযথ সময়ে ক্রয় আদেশ সরবরাহ করা সরবরাহকারী কারখানাসমূহর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। পরবর্তীকালে, কোভিড-১৯ মহামারীর মাঝেই, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে আরএসসি এর আওতাভুক্ত কারখানাসমূহে কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক পরিদর্শন পুনরায় শুরু করেছে, যাতে কমপ্লায়েন্ট কারখানাসমূহ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের ক্রয় আদেশ সরবরাহ করতে পারে।

আরএসসি ইতিমধ্যে এর আওতাভুক্ত কারখানাসমূহকে তাদের শ্রমিকদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে, আওতাভুক্ত কারখানাসমূহকে একটি কোভিড-১৯ চেকলিস্ট সরবরাহ করা হয়েছে এবং এই পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে সকল শ্রমিককে জানাতে শ্রমিক-ম্যানেজমেন্টের যৌথ অংশগ্রহণে গঠিত সেইফটি কমিটিকে ব্যবহার করার জন্য কারখানাসমূহকে অনুরোধ করা হয়েছে। সেইসাথে, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধে, কারখানাসমূহ এসকল ব্যবস্থা যে বাস্তবে গ্রহণ করেছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলছে তা নিশ্চিত করতে কারখানাসমূহকে সচিত্র প্রমাণ প্রদান করতে হবে। কোন কারখানা এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, আরএসসি সেই কারখানায় আনুষঙ্গিক কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক পরিদর্শনসমূহর জন্য তার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রেরণ করে। আরএসসি'র সকল ইঞ্জিনিয়ার/ কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ক পরিদর্শন পরিচালনার সময় রোগের সংক্রমণজনিত ঝুঁকি হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাপমাত্রা পরিমাপের চেকপয়েন্ট	কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক পোস্টার

ঝুঁকির কারণসমূহ হ্রাসের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, আরএসসি কারখানার শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভার্চুয়াল সেইফটি কমিটি সেইফটি ট্রেনিং (এসসিএসটি) প্রোগ্রাম শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যে হাজারের ও অধিক সেইফটি ট্রেনিং সেশন সম্পন্ন করেছে (সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত **৫১৬৬** টি অধিবেশন) ।

২০১৩ সালের মধ্যভাগ থেকেই, বাংলাদেশী তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরএসসির লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বমানের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ সরবরাহের মাধ্যমে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আরএসসি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে এটি কেবল এই কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবকেই প্রশমিত করবে না, বরং বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।